Agatha Christie

টেপ মজার মার্ডার

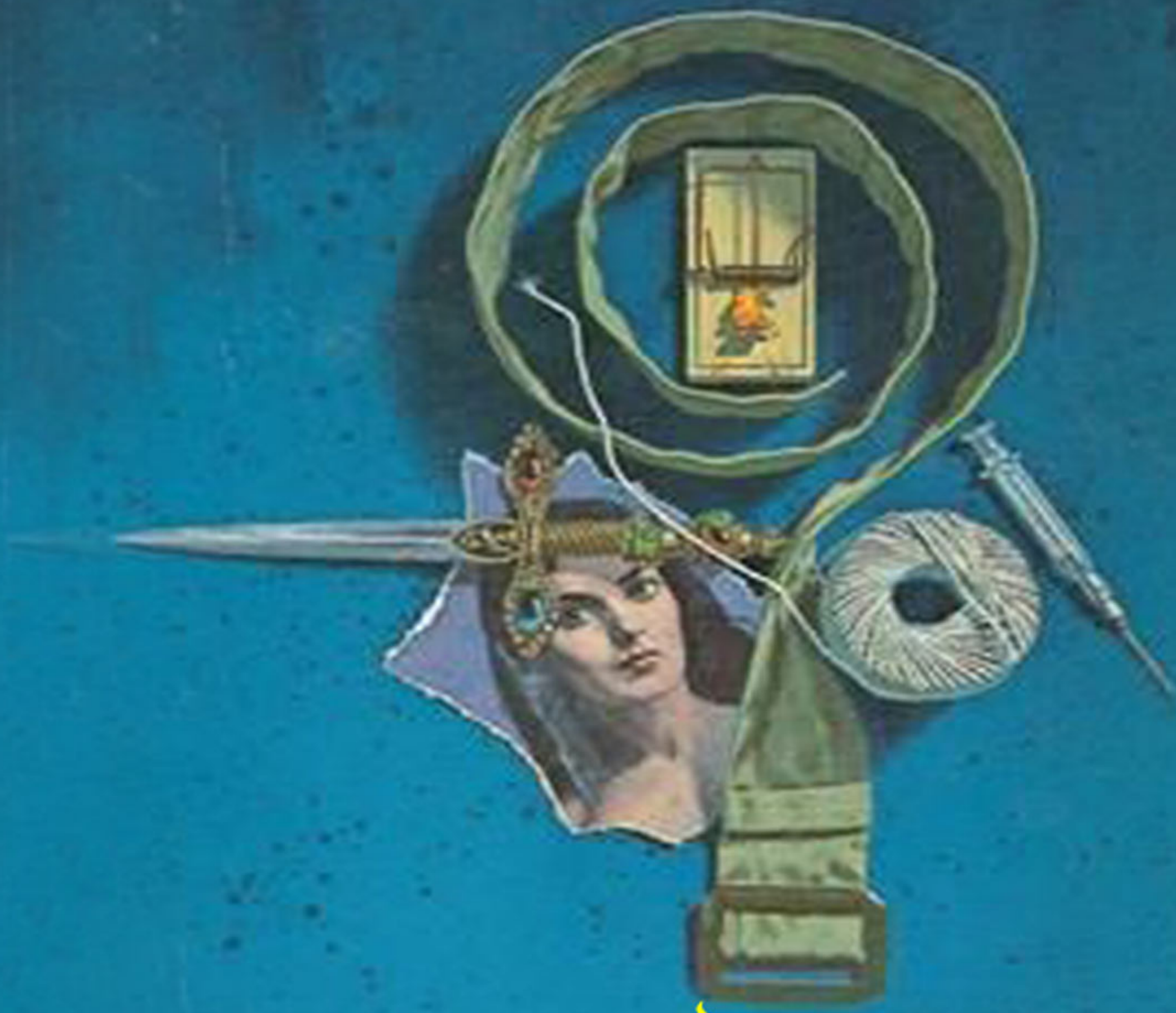

অনুবাদ : সৌরেন দত্ত

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫

প্রকাশক :
অশোক রায়
এ পি পি
১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

বর্ণসংস্থাপন :
লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫/১ নীরোদ বিহারী মল্লিক রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ :
অশোক রায়

আগাথা : কিছু কথা

সারা বিশ্বে আগাথা ক্রিস্টি কেন যে "রহস্য সম্রাজ্ঞী" হিসাবে পরিচিতা, সেটা যেমন আজ কারো কাছে অজানা নয়, আবার সেটা এক রহস্যও বটে! তবে সে রহস্য আর কিছু নয়, তাঁর লেখার এবং সব শেষে তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দাদের বিশাল জনপ্রিয়তা। প্রথমেই ধরা যাক, সেই বেঁটে, ছোট-খাটো চেহারার ধূসর কোষের অধিকারি বেলজিয়ান গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোর কথা। খুনের কোনো ক্লু নেই, অথচ এ হেন কেসে তিনি তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি দিয়ে, অবিশ্বাস্য যুক্তি দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত খুনীকে ঠিক খুঁজে বার করেছেন। এরকুল পোয়ারোর অসাধারণ বুদ্ধির ছাপ আমরা দেখতে পাই ক্রিস্টির বিখ্যাত গোয়েন্দা উপন্যাস "মার্ডার অফ রজার অ্যাকরয়েড"-এ। আবার এই গোয়েন্দা রহস্য উপন্যাসটিরই প্রথম নাট্যরূপ দেওয়া হয় "অ্যালিবাই" নামে এবং ওয়েষ্ট এন্ড-এ সাফল্যের সঙ্গে সেই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। পোয়ারোর পরেই আগাথার আর এক বিখ্যাত গোয়েন্দা মিস মার্পলের নাম সবার জানা আছে নিশ্চয়ই। ১৯৭৬ সালে আগাথা ক্রিস্টি তার শেষ লেখা " স্লিপিং মার্ডারে" মিস মার্পলকে সফল গোয়েন্দা হিসাবে উপস্থাপন করে তাঁর সূক্ষ্ম চুলচেবা বিচারের আর এক নজির স্থাপন করেছিলেন।

এই অমনিবাসে আগাথা ক্রিস্টিব সৃষ্ট সব গোয়েন্দাদেরই স্থান দেওয়া হয়েছে, আর তাই সব গোয়েন্দাদের এখানে একত্রিত কবতে পারাব জন্য এব নামকরণ সার্থক হয়েছে : "পোয়ারো মার্পল এন্ড কোম্পানি!" নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগাথা ক্রিস্টির শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং গল্পের স্থান করে দেওয়া হয়েছে এখানে। তবে একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, তাঁর প্রতিটি উপন্যাস অনবদ্য, সর্বকালের সেরা বলে বিবেচিত। ইংরেজী ভাষায় তাঁর বই যেমন লক্ষ লক্ষ বিক্রী হয়েছিল, তেমনি লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রী হয় ৪৫টি বিদেশী ভাষায়। সর্বকালের সর্বভাষায় তিনি এক অপ্রতিদ্বন্দী লেখিকা। বিক্রীর দিক থেকে বাইবেল এবং শেক্সপীয়রের পরেই তাঁর স্থান বলা যেতে পারে।

আগাথা ক্রিস্টি জন্মগ্রহন করেছিলেন টুর্কিতে (Torquay)। ওঁর প্রথম উপন্যাস 'দি মিস্ট্রিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট ষ্টাইলস" লেখা হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ ভাগে। তখন তিনি VAD হিসাবে কাজ করছিলেন। ১৯২৬ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছর একটি করে তার উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

৭৯টি রহস্য-গোয়েন্দা উপন্যাস, বেশ কয়েকটি ছোট বহস্য গল্পের সংকলন, ১৯টি নাটক লিখেছিলেন তিনি। আবার মেরি ওয়েষ্ট ম্যাকটের ছদ্মনামে ছয়টি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। তার সেরা উপন্যাসগুলির অন্যতম 'অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়াজ নান' ও 'ক্যারিবিয়ান মিষ্ট্রি এই সংকলনে গ্রথিত হয়েছে। আগাথা ক্রিস্টি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ১৯৭১ সালে।

আগাথা ক্রিস্টি চারটি সামাজিক উপন্যাসও লিখেছিলেন। সেই সঙ্গে একটি অটোবায়োগ্রাফি : "কাম, টেল মি হাউ ইউ লিভ", যাতে তিনি তাঁর আর্কিওলজিস্ট স্বামী স্যার ম্যাক্স ম্যালোয়ানকে সাথী করেছিলেন।

সৌরেন দত্ত

টেপ মজার মার্ডার

কটেজের দরজায় আলতো হাতের ছোঁয়ায় কড়া নাড়ল মিস পোলিট। বেশ কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার কড়া নাড়ল সে। তার বাঁ-হাতের বাঁধন থেকে প্যাকেটটা একটু ঝুঁকি বা আলগা হলো, ফিরে আবার গুছিয়ে রাখল। প্যাকেটের ভেতরে মিসেস স্পেনলোর শীতের নতুন সবুজ পোশাক ছিলো। মিস পোলিটের বাঁ-হাতে একটা কালো সিল্কের ব্যাগ ঝুলছিল, তাতে রয়েছে পোশাক মাপার একটি ফিতে, একটা পিন-কুশান আর একটা বড় আকারের কাঁচি।

দীর্ঘদেহী মিস পোলিটের চেহারা রোগাটে ধরণের, টিকোল নাক, চাপা ঠোঁটদ্বয় এবং ধূসর বঙের চুল তেমন ঘন নয়। তৃতীয়বার কড়া নাড়ার আগে ইতস্তত করল সে। চকিতে একবার রাস্তার দিকে তাকাতেই সে দেখল, একটা ছায়ামূর্তি দ্রুত এগিয়ে আসছে তার দিকে। পঞ্চান্ন বছরের হাসিখুশিতে ভরা, রোদে-পোড়া মিস হার্টনেল তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় চিৎকার করে উঠলেন, 'গুড আফটারনুন মিস পোলিট।'

প্রতিসম্ভাষণ জানাল ড্রেসমেকার, 'গুড আফটারনুন মিস হার্টনেল।' তার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক মিহি এবং নম্র। তার জীবনের শুরু একজন লেডির পরিচারিকা হিসেবে। 'মাপ করবেন,' বলতে শুরু করল সে, 'আচ্ছা, আপনি কি জানেন, মিসেস স্পেনলো বাড়িতে নেই?'

'না, আমার কোনো ধারণা নেই,' উত্তরে বললেন মিসেস হার্টনেল। 'দেখুন, ব্যাপারটা কেমন যেন একটু অদ্ভুত লাগছে। আজ বিকেলে মিসেস স্পেনলোর একটা নতুন পোশাক ট্রায়াল দেওয়ার কথা ছিলো। তিনি আমাকে সাড়ে-তিনটেয় আসতে বলেছিলেন। অথচ.....'

মিস হার্টনেল তাঁর কব্জিঘড়ির ওপর দৃষ্টি ফেললেন। 'আধঘণ্টা সময় এখন অতিক্রান্ত।'

'হ্যাঁ, তিন তিনবার দরজায় কড়া নেড়েছি, কিন্তু কোনো সাড়া পাইনি। তাই মনে হয়, আমার এখানে আসবার কথা ভুলে গিয়ে হয়ত বাইরে কোথাও বেরিয়ে গিয়ে থাকবেন। কিন্তু কাউকে কথা দিয়ে তিনি তো ভুলে যাওয়ার পাত্রী নন। তাছাড়া এই নতুন পোশাকটা আগামী পরশু পরার কথা তাঁর।'

গেট পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন মিসেস হার্টনলে। এবং খানিকটা পথ হেঁটে এসে ল্যাবুরনাম কটেজের দরজার সামনে মিস পোলিটের সঙ্গে মিলিত হলেন।

'কেন যে গ্রেডিস সাড়া দিলো না?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ওহো, না, আজ বৃহস্পতিবার, গ্রেডিসের বাইরে যাওয়ার দিন। আশাকরি মিসেস স্পেনলো ঘুমিয়ে পড়ে থাকবেন। আমার মনে হয় না এ ব্যাপারে খুব বেশি সোরগোল তুলেছিলেন আপনি।'

দরজার কড়া ধরে কান ঝালাপালা করার মতো করে নাড়তে থাকলেন তিনি, সেই সঙ্গে দরজার প্যানেলে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে থাকলেন। তারপর চিৎকার করে উঠল সে : 'কি ব্যাপার, চুপচাপ কেন, ভেতরে কি হয়েছে?'

কোনো সাড়া নেই।

বিড়বিড় করে বলল মিস পোলিট, 'আমার মনে হয়, মিসেস স্পেনলো নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন, তিনি ঘরে নেই, বেরিয়ে গেছেন। আমি বরং পরে এক সময় আসব।' এই বলে ফিরে যেতে থাকে সে।

'ননসেন্স,' দৃঢ়স্বরে বললেনল মিস হার্টনেল। 'তিনি কখনই বাইরে যেতে পারেন না। বাইরে বেরুলে আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হতো। ঠিক আছে, জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছি, জীবনের কোনো লক্ষণ দেখতে পাই কিনা।'

তিনি তাঁর সেই স্বভাবজাত দিলখোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন। বোঝাতে চাইলেন যে, এটা নেহাতই একটা ঠাট্টা এবং নেহাতই কর্তব্যের খাতিরে গোছের একটা খোলা জানালা পথে উঁকি মারলেন ঘরের ভেতরে। কর্তব্যের খাতিরে এই কারণে যে, তিনি বেশ ভাল করেই জানতেন, সামনের ঘরটা কচিৎ ব্যবহার করা হতো। পিছনের ছোট্ট বসবার ঘরটাই বেশি পছন্দ করতেন মিস্টার ও মিসেস স্পেনলো।

যাইহোক, যদিও নেহাতই কর্তব্যের খাতিরে হলেও তাঁর সেই গাছাড়া গোছের প্রচেষ্টা সাফল্য এনে দিলো। এ কথা সত্যি, জীবনের কোনো চিহ্নই দেখতে পেলেন না মিস হার্টনেল। অপরপক্ষে জানালা পথে তিনি দেখলেন, ফায়ারপ্লেসের সামনের কম্বলের ওপর পড়ে রয়েছে মিসেস স্পেনলোর মৃতদেহ।

'অবশ্যই,' পরে সেই কাহিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে মিস হার্টনেল বলেন, 'কোনো রকমে আমি আমার মাথা ঠিক রাখলাম। কিন্তু ওই পোলিট মেয়েটির সামান্যতম ধারণাও ছিলো না, কি যে করতে হবে জানত না সে। এখন আমাদের মাথা ঠিক রাখতে হবে,' আমি তাকে বললাম, 'তুমি এখানে থাক, আমি এখন কনস্টেবল পকের কাছে চললাম।' হয়ত সে বলতে চাইছিল, তার থাকার ইচ্ছে নেই, কিন্তু আদৌ আমি কোন পাত্তাই দিলাম না। এ ধরণের লোকের সঙ্গে সব কিছু দৃঢ়ভাবেই মোকাবিলা করতে হয়। আমি সব সময় দেখেছি, এরা অযথা হৈ চৈ করতে ভালবাসে। তাই আমি সেখান থেকে চলে যেতে চাইলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির এক কোণায় এসে হাজির হলেন মিঃ স্পেনলো।'

এখানে মিস হার্টনেলের নীরব হওয়াটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর ফলে তাঁর দর্শক-শ্রোতারা কৌতূহল প্রকাশ করে উঠল, 'বলুন, তখন ওঁকে কেমন দেখাচ্ছিল?'

তারপর বলতে থাকলেন মিস হার্টনেল, 'সত্যি কথা বলতে কি, তখনি আমি সন্দেহ করেছিলাম। ওঁকে খুবই শান্ত স্থির দেখাচ্ছিল। বিন্দুমাত্র অবাক হতে দেখলাম না ওঁকে। হয়ত আপনি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর খবর শোনার পরেও কোনো স্বামীর ভাবান্তর না ঘটাটা অবশ্যই স্বাভাবিক হতে পারে না কিছুতেই।'

এ কথায় সবাই একমত হলো, এমন কি পুলিশও। মিঃ স্পেনলোর অমন নিস্পৃহ ভাব দেখে স্বভাবতই পুলিশের সন্দেহ হলো , স্ত্রীর মৃত্যুটা কেনই-বা গুরুত্ব দিতে চাইলেন না তিনি। আশ্চর্য, স্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর চোখে-মুখে বেদনার কোনো ছাপই নেই কেন। তবে বিয়ের পরেই মিসেস স্পেনলো উইল করে তাঁর সমস্ত অর্থ স্বামীর নামে লিখে গেছেন, এ খবরটা জানার পরেই মিঃ স্পেনলোর ওপর তাঁর সন্দেহ আরো বেড়ে গেলো।

সুন্দর মুখের অবিবাহিত বয়স্কা মহিলা মিস মার্পল থাকতেন ঠিক পাশের বাড়িতে। মিসেস স্পেনলোর খুনের ঘটনা আবিষ্কৃত হওয়ার আধঘণ্টা পরেই তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হলো।

পুলিশ কনস্টেবল পক নোটবুক হাতে নিয়ে এগিয়ে যান তাঁর কাছে। 'ম্যাডাম, যদি কিছু মনে না করেন, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন তিনি, 'কেন, মিসেস স্পেনলোর খুনের ব্যাপারে?'

অবাক হয়ে গেলেন পক। 'আচ্ছা ম্যাডাম, এ খবর আপনি জানলেন কি করে?'

'জল থেকে তুলতে হয়েছে,' রহস্য করে বললেন মিস মার্পল।

কনস্টেবল পকের কাছে উত্তরটা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত বলে মনে হলো। খবরটা যে মৎস্য ব্যবসায়ীর ছেলের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে, তাঁর এ হেন ধারণা নির্ভুল। ছেলেটি নিশ্চয়ই মিস মার্পলের নৈশভোজের সঙ্গে দিয়ে গেছে।

তেমনি সবজান্তার মতো নম্রভাবে বলতে থাকেন মিস মার্পল ; 'বসবার ঘরের মেঝেতে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। সম্ভবত একটা অত্যন্ত সরু বেল্ট দিয়ে তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। যাইহোক, যে জিনিষ দিয়েই তাঁর গলা টেপা হয়ে থাকুক না কেন, সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

পকেব মুখ দেখে মনে হলো, তিনি খুবই রেগে গেছেন। 'কিন্তু আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, এই যুবক ফ্রেড সব কিছু জানলই বা কি কবে?'

কনস্টেবল পক-এর কথায় বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন মিস মার্পল, 'আপনার জামায় একটা পিন আছে।'

নিচের দিকে তাকালেন পক, তাঁর দু'চোখে গভীর বিস্ময়। 'ওরাও তাই বলে . একটা পিন দেখতে পেলেই তুলে নাও, দেখবে সারাটা দিন তোমার ভাল যাবে।'

'আশাকরি সেটা সত্যে পরিণত হবে। যাইহোক, এখন বলুন, আপনি আমার কাছ থেকে কি জানতে চান?'

গলা পরিস্কার করে কনস্টেবল পক তাঁর নোটবুকের ওপব দৃষ্টি ফেললেন। মৃতা মিসেস স্পেনলোর স্বামী মিঃ আর্থার স্পেনলো আমার কাছে একটা জবানবন্দী দিয়েছেন। মিঃ স্পেনলো বলেছেন, যতদূর তাঁর মনে পড়ে, আড়াইটের সময় মিস মার্পল তাঁকে ফোন করেন, এবং তাঁকে বলা হয় সোয়া তিনটের সময় তিনি আসতে পারবেন কিনা, কারণ কোনো একটা ব্যাপারে তিনি নাকি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য খুবই চিন্তিত। ম্যাডাম, এখন বলুন, কথাটা কি সত্যি?'

'নিশ্চয়ই নয়,' বললেন মিস মার্পল।

'তার মানে আড়াইটের সময় মিঃ স্পেনলোকে আপনি ফোন করেননি?'

'না আড়াইটের সময় না অন্য কোনো সময়ে।'

'আঃ,' গোঁফে জিভ বুলিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কনস্টেবল পক।

'আর কি বলেছেন মিঃ স্পেনলো?'

'মিঃ স্পেনলো তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন, আপনার অনুরোধ মতো তিনটে দশে তিনি তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে এসেছিলেন ; এখানে পৌছালে পরিচারিকা তাঁকে জানায়, মিস মার্পল "বাড়িতে নেই।"

'এর একটা অংশ সত্য,' বললেন মিস মার্পল। 'মিঃ স্পেনলো এখানে আসেননি, কিন্তু আমি তখন উইমেন ইন্সটিট্যুটের একটা মিটিং-এ গিয়েছিলাম।'

'আঃ,' আবার একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কনস্টেবল পঁক।

মিস মার্পল জানতে চাইলেন, 'বলুন কনস্টেবল, মিঃ স্পেনলোকে সন্দেহ করেন?'

'এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বলা ঠিক হবে না, কিন্তু কারোর নাম না নিয়ে বলতে পারি, আমার মনে হচ্ছে কেউ একজন চালাক সাজার চেষ্টা করছে।'

চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন মিস মার্পল, 'মিঃ স্পেনলো?'

মিঃ স্পেনলোকে পছন্দ করতেন তিনি। ছোটখাটো চেহারার লোক তিনি, বুঝি বা একটু কঠিন প্রকৃতির, কথাবার্তায় সেই টিবাচরিত সুর, এটা সম্ভ্রান্ত ভাব। তিনি যে কান্ট্রিতে বসবাস করতে এসেছিলেন, সেটাই কেমন যেন অদ্ভুত লাগে, বিশেষ করে যে মানুষটি সারাটা জীবন এমন পরিষ্কার ভাবে শহরে কাটালেন। গোপন কারণটা মিস মার্পলের কাছে খুলে বলেছিলেন তিনি। তিনি বলেন, 'ছেলেবেলা থেকে সব সময় আমার ইচ্ছে হতো, কিছু দিন কান্ট্রিতে বসবাস করি, সেখানে আমার একটা নিজস্ব বাগান থাকবে। সব সময় ফুল আমি ভালবাসতাম, ফুল ছিলো আমার চিরসঙ্গী। জানেন, আমার স্ত্রীর একটা ফুলের দোকান ছিলো। আর সেখানেই আমি প্রথম ওকে দেখি।'

এ যেন একটা নীরস স্বীকারোক্তি, কিন্তু রোমান্সের একটা দুয়ার খুলে দেয়। ফুলে ফুলে শোভিত একটা সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ততোধিক সুন্দরী তরুণী মিসেস স্পেনলোর আবির্ভাব , কবির কল্পনা নয়, বাস্তবের প্রতিমূর্তি।

যাইহোক, ফুল সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই ছিলো না মিঃ স্পেনলোর। ফুলের বীজ ছাঁটা, ফুলের কেয়ারি করা, এ সব কোনো কিছুরই অভিজ্ঞতা ছিলো না তার। তাঁর কেবল ছিলো দৃষ্টিশক্তি, দেখার প্রবল ইচ্ছে, একটা ছোট্ট কটেজের সামনে বাগান, বাগানে নানান রঙের ফুলের মিষ্টি সুবাস, কুঁড়ি থেকে নিত্য নতুন ফুল ফোটার মনোরম দৃশ্য তিনি ধরে রাখতে চেয়েছিলেন তাঁর চোখের মণিতে, প্রায় বিষণ্ণ সুরে পরামর্শ চেয়েছিলেন তিনি, এবং মিস মার্পলের উত্তরগুলো তিনি তাঁর নোটবুকে টুকে রেখেছিলেন।

তাঁর কাজের ধরণই ছিলো ধীর, স্থির শান্ত স্বভাবের। সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর স্ত্রীকে খুন হতে দেখে তাঁর সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে পুলিশ। নিহত মিসেস স্পেনলোর ব্যাপারে ধৈর্য ও অধ্যাবসায় অনেক কিছুই জেনেছিল পুলিশ, এবং অচিরে সেন্ট মেরি মীডের সবাই জেনে গেলো।

মিসেস স্পেনলো তাঁর জীবন শুরু করেন একটা বড় বাড়িতে পরিচারিকা হিসেবে। দ্বিতীয় মালিকে বিয়ে করার জন্য সেই চাকরিটা ছেড়ে দেন, এবং স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনে একটা ফুলের দোকান খুলে বসেন। দোকানটা তাঁর জীবনে খুবই সাফল্য এনে দেয়। তবে বাগানের সেই মালির মতো নয়, যে অনেক আগেই অসুস্থ হয়ে মারা যান।

তাঁর বিধবা স্ত্রী দোকানটা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং নিজের উচ্চাকাঙ্খার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য দোকানটা বড় করে সাজিয়ে তোলেন। তিনি তাঁর সাফল্য ও সৌভাগ্য ক্রমশই বাড়িয়ে তোলেন। তারপর একদিন বেশ ভাল দামে দোকানটা বিক্রী করে দেন এবং মিঃ স্পেনলোর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মাঝবয়সী মিঃ স্পেনলো একটা জুয়েলারীর মালিক ছিলেন। যাইহোক, সেই ছোটখাটো ব্যবসাটা একদিন বিক্রী করে দিয়ে সেন্ট মেরিমীডে চলে আসেন স্থায়ী ভাবে বসবাস করার জন্য।

মিসেস স্পেনলো একজন সুপ্রতিষ্ঠিত মহিলা তখন। ফুলের দোকান থেকে লাভ করে মোটা টাকা এক বিশেষ উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে বিনিয়োগ করেন, সবার কাছে এই ভাবেই ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি। তাঁর সব বিনিয়োগই একটা বিরাট সাফল্য এনে দেয় তাঁকে, প্রচুর মুনাফা করেন তিনি। মনে করতেন তাঁর আত্মিক ভাবে বিশ্বাসটাই তাঁকে সেই অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছিল। মূলত প্রচার মাধ্যমগুলোকে এড়িয়ে চলতেন মিসেস স্পেনলো, এবং সেই সময়টা তিনি তাঁর মনপ্রাণ দিয়ে ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিক ভাবে নিজেকে বিলীন করে দিতে চেয়েছিলেন। যাইহোক, তিনি যখন সেন্ট মেরীমিডে ফিরে আসেন, তখন আগের মতো আবার সেই গোঁড়া খৃষ্ট ধর্মে, ইংলন্ডের চার্চে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। পল্লীযাজকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ভালই ছিলো, এবং একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চার্চে যেতেন। গ্রামের দোকানগুলোয় তাঁর অবদান ছিলো প্রচুর, স্থানীয় ঘটনায় আগ্রহ প্রকাশ করতেন এবং গ্রাম্য ব্রীজ খেলায় মেতে উঠতেন।

প্রতিদিনের জীবনে একঘেয়েমি। এবং হঠাৎ খুন।

ইন্সপেক্টর স্ল্যাককে জরুরী তলব করলেন চীফ কনস্টেবল কর্ণেল মেলকেট। দৃঢ়চেতা মানুষ এই স্ল্যাক। কোনো কাজে একবার মনঃস্থির করে ফেললে, সেটা সম্পন্ন না করে থামত না সে। নিশ্চিত ভাবে নির্ভর করা যায় তার ওপর। সে এখন স্থির নিশ্চিত, 'স্যার, এ খুন ভদ্রমহিলার স্বামীই করেছেন,' বলল সে।

'তা তুমি কি তাই মনে করো?'

'হ্যাঁ, একেবারেই নিশ্চিত। এখন ওঁর ওপর নজর রাখতে হবে আপনাকে। নরকের কীটের মতোই দোষী তিনি। দুঃখবোধ কিংবা কোনো রকম ভাবাবেগ প্রকাশ করেননি। তাঁর স্ত্রী যে মৃত সেটা জেনেই বাড়ি ফিরে আসেন তিনি।'

'আচ্ছা, অনুতপ্ত স্বামী হিসেবে অভিনয় করার চেষ্টা কি তিনি করতে পারতেন না?'

'না স্যার, ওঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। মনে মনে খুবই খুশি হয়েছিলেন তিনি। কোনো কোনো ভদ্রলোক আছেন, যারা অভিনয় করতে পারে না। অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতির লোক তারা।'

'ওঁর জীবনে অন্য কোনো নারী আছে বলে মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলেন কর্ণেল মেলকেট।

'সেরকম কিছুর খোঁজ এখনো করতে পারিনি। অবশ্যই তিনি একজন চতুর প্রকৃতির লোক। তিনি তাঁর গোপন কার্যকলাপ চাপা দেওয়ার চেষ্টা তো করবেনই। আমি কেস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, স্ত্রীর সঙ্গ তাঁর কাছে একঘেয়েমি হয়ে উঠেছিল। ভদ্রমহিলার প্রচুর অর্থ ছিলো। আর আমি এও বলব, একটা বিশেষ "মতাদর্শে" বাঁচতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর স্বামী তা চাননি। মিঃ স্পেনলো ঠান্ডা মাথায় ঠিক করেন, তিনি তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে রেহাই পেতে চান এবং একা নিজের মতো করে থাকতে চান।'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয়, কেসটা সেরকমই হতে পারে।'

'সেটার ওপর নির্ভর করেই এমনটি ধরে নেওয়া যায়। অতি সাবধানে তিনি তাঁর পরিকল্পনা করেন। একটা ফোন-কল পাওয়ার ভান করেন—'

তাকে বাঁধা দিয়ে বললেন মেলকেট, 'কোনো কলের হদিশ পাওয়া গেছে?'

'না স্যার। এর থেকে ধরে নেওয়া যায়, হয় তিনি মিথ্যে কথা বলেছেন, কিংবা সেই

কোন কোন পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে করা হয়েছিল। এই গ্রামে মাত্র দু'টি পাবলিক টেলিফোন বুথ আছে, একটা স্টেশনে, আর একটা পোস্ট অফিসে। পোস্ট অফিসের বুথ অবশ্যই নয়, কারণ যারা সেখান থেকে ফোন করে তাদের প্রত্যেককেই দেখে থাকে মিসেস-ব্রেড, পর দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ ফোন করে সেখান থেকে চলে যেতে পারে না। স্টেশনের বুথ হতে পারে। দু'টো-সাতাশে ট্রেন এসে পৌঁছয়, তখন সেখানে খুব হৈচৈ হয়ে থাকে। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, মিঃ স্পেনলো বলেছেন, মিস মার্পল তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তবে অবশ্যই সে কথা সত্যি নয়। তাই মিস মার্পলের বাড়ি থেকে ফোন আসেনি, এবং তিনি নিজেই তখন উইমেন ইনস্টিটিউটে ছিলেন।'

'আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, কেউ হয়ত মিঃ স্পেনলোকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যায়, মিসেস স্পেনলোকে খুন করার অভিপ্রায় ছিলো তার। এই সম্ভবনাটা তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে না তো?'

'টেড জেরাডের কথা আপনি ভাবছেন, তাই না স্যার? হ্যাঁ তার মোটিভের অভাব আছে। মিসেস স্পেনলোকে খুন করে তাঁর কোন লাভ হওয়ার কথা নয়।'

'যদিও একটু অনভিপ্রেত চরিত্র সে। তার কৃতিত্বে আত্মসাৎ করার একটা ছোটখাটো চিহ্ন।'

'আমি বলছি না, সে ভুল করেনি। তবু তার সেই আত্মসাৎ করার ঘটনার ব্যাপারে কিছুমাত্র গোপন না করে স্বীকার করার জন্য সে তার বসের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু তার নিয়োগকর্তা তার প্রতি সুবিচার করেনি।'

'অক্সফোর্ড গ্রুপের কেউ একজন,' বললেন মেলকেট।

'হ্যাঁ স্যার। সে তখন অসৎ পথ থেকে সরে এসেছে, সৎ হতে চেয়েছে। সহজ সরল পথই বেছে নিয়েছিল সে। সে যে টাকা চুরি করেছিল, কোনো কিছু গোপন না করে স্বীকারোক্তি দিতে গিয়েছিল সে। তবে তাই বলে সে যে কোনো ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়নি, এ কথা আমি বলছি না, মনে রাখবেন। তাকে যে সন্দেহ করা হচ্ছে, হয়ত সে ভেবে থাকবে। আর তাই কি সৎ অনুশোচনার ওপর জুয়া খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে?'

'স্ল্যাক, তোমার মনটা বড় সন্দেহপ্রবণ হে,' বললেন কর্ণেল মেলকেট। 'ভাল কথা, তুমি কি আদৌ এ-ব্যাপারে মিস মার্পেলের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'কিন্তু স্যার, এ-ব্যাপারে তাঁর কি করার থাকতে পারে?'

'ওহো, কিছু নয়। কিন্তু তুমি তো জানো সব কিছু মনোযোগ সহকারে শোনেন তিনি। তাই তাঁর কাছে গিয়ে কেনই বা তুমি আলোচনা করছ না? ভদ্রমহিলা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল স্ল্যাক। 'স্যার, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। নিহত মিসেস স্পেনলো প্রথম যে বাড়িতে ঘরোয়া-কাজ করতে শুরু করেন, স্যার রবার্ট অ্যাবেরক্রম্বির বাড়িতে। হ্যাঁ সেখানেই জহরত ডাকাতি হয়, পান্না, একটা দামী প্যাকেট। সেগুলো কখনো ফেরত পাওয়া যায়নি। আমি সেটার খোঁজ করছি। এই স্পেনলো মহিলাটি যখন সেখানে ছিলো তখনি সেটা ঘটেছিল। অবশ্য তিনি তখন নেহাতই বালিকা ছিলেন। সেই ঘটনার সঙ্গে তিনি যে জড়িত, স্যার আপনি মনে করেন না? জানেন, স্পেনলো ছিলো দু'পেনির জুয়েলার।'

মাথা নাড়লেন মেলকেট। 'সেটার সঙ্গে যে কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে করো না।

এমন কি সেই সময় স্পেনলোকে জানতেনই না তিনি। কেসটা আমার মনে আছে। পুলিশ সার্কেলের মতামত হলো, সেই ঘটনার সঙ্গে সেই বাড়িরই একটি ছেলে জড়িত ছিল তার নাম জিম অ্যাবেরক্রম্বি, ভয়ঙ্কর অপচয়ী ছেলে। বাজারে প্রচুর দেনা, ডাকাতির পর সে সব দেনা শোধ করে দেয়, তথ্যটা সত্যি-মিথ্যে জানি না। বৃদ্ধ অ্যাবেরক্রম্বি কেসটা আড়াল করতে চেয়েছিলেন ; পুলিশী তদন্ত বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।'

'স্যার, আমার মনে হয়, এটা একটা ধারণা মাত্র,' বলল স্ন্যাক।

বেশ খুশি মনেই ইন্সপেক্টর স্ন্যাককে অভ্যর্থনা জানালেন মিস মার্পল, বিশেষ করে কর্ণেল মেলকট তাকে পাঠিয়েছে শুনে।

'সত্যি, এ যেন কর্ণেল মেলকেটের অত্যন্ত বদান্যতা। জানি না, কি করেই বা আমাকে মনে রাখলেন তিনি।'

'বেশ ভাল ভাবেই তিনি আপনাকে মনে রেখেছেন। তিনি আমাকে কি বলেছেন জানেন? সেন্ট মেরীমিডে ঘটে যাওয়া যে সব ঘটনার কথা আপনি জানেন না, কিংবা মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি, আসলে সেগুলোর কোনো মূল্যই নেই।'

'এটা তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এই খুনের ব্যাপারে আমি আদৌ কিছু জানি না।'

'এ ব্যাপারে জনশ্রুতির কথা তো আপনি জানেন?'

'অবশ্যই, কিন্তু সেটা কোনো কাজের কথা নয়। স্রেফ অলস কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করে কি কোনো লাভ আছে?'

স্ন্যাক এবার ঘরোয়া ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করল। 'আপনাকে বলে রাখি, এটা কোনো সরকারি আলোচনা নয়। বলা যায়, এটা খুবই গোপন আলোচনা।'

'এখনকার লোকজন কি বলছে, সত্যি তুমি তা জানতে চাও? সে সব আলোচনা সত্যি হোক কিংবা না হোক?'

'হ্যাঁ, আমার ধারণা সেরকমই।'

'বেশ, তাহলে তো নিশ্চিত করে বলা যায়, সে ঘটনা বহু আলোচিত, এবং নানা লোক নানা ধারণা করে নিয়েছিল। বাস্তবিক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীরা পরিষ্কার দু'টো ক্যাম্পে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। কিছু লোকের ধারণা স্বামীই তার স্ত্রীকে খুন করেছে। এ-ধরণের কেসে স্বামী কিংবা স্ত্রীকে স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহ করা যেতে পারে, তোমার কি তা মনে হয় না?'

'হতে পারে,' সতর্কতার সঙ্গে বলল ইন্সপেক্টর।

'জানো, অমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেখানে ওঁদের দু'জনকে ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কথা ভাবাই যায় না। তারপর আছে টাকার প্রশ্ন। শুনেছি, মিসেস স্পেনলোর প্রচুর টাকা ছিলো, অতএব ওঁর মৃত্যুতে বিশেষ লাভবান হন মিঃ স্পেনলো। আমার আশঙ্কা, এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে অমন নির্মম ভনিতা প্রায়শই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়।'

'তার মানে ভদ্রলোকের প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, এই তো!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাই আপাত দৃষ্টিতে তার স্ত্রীকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করাটা

ন্যায় সঙ্গত বলেই মনে হয়, তাই নয় কি। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে আমার বাড়িতে এসে আমার খোঁজ করা, আমি তাঁকে ফোনে ডেকে পাঠিয়েছি এরকম একটা ভান করা। আমাকে না পেয়ে ফিরে গিয়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীকে খুন হতে দেখা, এই সব ঘটনাগুলো পর পর সাজিয়ে তুলে তিনি এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, কোনো ভবঘুরে কিংবা পেশাদার চোর চুরি করতে এসে বাঁধা পেয়ে তাঁর স্ত্রীকে খুন করে থাকবে।'

মাথা নাড়ল ইন্সপেক্টর। 'এখন টাকার প্রসঙ্গে আসা যাক। সম্প্রতি টাকার ব্যাপারে ওঁদের মধ্যে কোনো রকম মনোমালিন্য—'

তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন মিস মার্পল। 'ওহো না, না, তাঁদের মধ্যে সেরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি।'

'এতটা নিশ্চিত হলেন কি করে, ওঁদের মধ্যে সত্যিই ঝগড়া যে হয়নি, আপনি কি জানেন?'

'ঝগড়া হলে প্রত্যেকেই জানতে পারত। পরিচারিকা, গ্রেডিস ব্রেন্ট, একটুও দেরী না করে খবরটা সারা গ্রামে ছড়িয়ে দিত তাহলে।'

'হয়ত জানত না সে,' নিস্তেজ গলায় বলে মৃদু হাসল ইন্সপেক্টর।

তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলতে থাকেন মিস মার্পল, 'আর তারপর জানেন, আমার কি আশঙ্কা, এই সব সুপুরুষ যুবকরা মহিলাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আমাদের শেষ সহকারী পল্লীযাজকের মধ্যে একটা যাদুকরি প্রভাব ছিলো। সকাল-সন্ধ্যায় প্রার্থনা জানানোর জন্য সব মেয়েরাই চার্চে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিত, তার জন্য স্লিপার, স্কার্ফ তৈরি করে দিত। বেচারা যুবকটিকে বিহ্বল করে তুলত তারা।'

'দেখি ব্যাপারটা কোথায় গড়ায়? ও হ্যাঁ, এই যুবক টেড জেরার্ডকে নিয়ে নানান কথা ওঠে। প্রায়ই মিসেস স্পেনলোর সঙ্গে দেখা করতে আসত সে। মিসেস স্পেনলো একদিন নিজের থেকেই আমাকে বলেছিলেন, এই যুবকটি নাকি একটি ধর্মীয় আন্দোলন সংস্থা অক্সফোর্ড গ্রুপের একজন সদস্য। অত্যন্ত অনুগত এবং আন্তরিক তারা, এ আমার একান্ত বিশ্বাস, আর এসবই স্পেনলোকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।'

নিঃশ্বাস নিয়ে মিস মার্পল আবার বলতে শুরু করলেন : 'সেটার মধ্যে তার থেকেও আরো বেশি কিছু আছে, বিশ্বাস করার মতো কোনো কারণ যে নেই আমি নিশ্চিত। কিন্তু তুমি জানো, লোকেদের কি ধারণা? সেই যুবকটির প্রতি মিসেস স্পেনলো যে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, বহু লোক বুঝে গিয়েছিল। আর তাই কি তিনি পড়ে অনেক টাকা ধার দিয়েছিলেন তাকে। সেদিন স্টেশনের কাছে তাকে যে দেখা গিয়েছিল, সে কথা ধ্রুব সত্য এবং দু'টো সাতাশের ডাউন ট্রেনেও যে তাকে দেখা গিয়েছিল এ কথাও সত্য। কিন্তু ট্রেনের উল্টোদিকের দরজা দিয়ে নেমে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা তার পক্ষে খুবই সহজ আর এর ফলে স্টেশনের প্রবেশ পথ দিয়ে তার বেরিয়ে আসারও কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। তাই তাকে কটেজে যেতে দেখারও প্রয়োজন থাকে না। মিসেস স্পেনলোর পরনের পোশাক যে অদ্ভুত ধরনের ছিলো, লোকেরা অবশ্যই তাই মনে করত।

'অদ্ভুত ধরনের?'

'হ্যাঁ, কিমোনো। সেটা কোনো পোশাকই নয়।' মিস মার্পলের মুখটা আরক্তিম হয়ে উঠল। 'জানো, ও ধরণের জিনিষ সম্ভবত লোকেদের কাছে ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে থাকে।'

'সেটা যে ইঙ্গিতপূর্ণ আপনি মনে করেন?'

'ওহো না, না, আমি তা মনে করি না। আমার ধারণা, সেটা খুবই স্বাভাবিক।'

'তাহলে সত্যিই আপনি সেটা স্বাভাবিক বলে মনে করেন?'

'এই পরিস্থিতিতে বলব হ্যাঁ।' মিস মার্পলের দৃষ্টি নিরুদ্ভাপ এবং প্রতিফলিত।

'এর থেকে তাঁর স্বামীর আর একটা মোটিভ জানা যায়,' বলল ইন্সপেক্টর স্ল্যাক, 'ঈর্ষা।'

'ওহো তা নয়, মিঃ স্পেনলো কখনই ঈর্ষান্বিত হতে পারেন না। এরকম ছোটখাটো ঘটনার নজর দেওয়ার মতো লোকই নন তিনি। যদি তাঁর স্ত্রী একটা পিনকুশানের নিচে একটা নোট লিখে রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন, তাহলে ধরে নিতে হয়, সেরকম কিছু সেই প্রথম তিনি জানতে পারতেন।'

কথাটা বলে মিস মার্পল যে ভাবে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাতে হতবাক হয়ে গেলো সে। এখন তার মনে হলো, তাঁর সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে এমন একটি কিছুর আভাস দেওয়ার ইচ্ছে ছিলো যা সে আদৌ বুঝতে পারেনি। এবার বেশ একটু জোর দিয়েই তিনি বললেন,' ইন্সপেক্টর, খুনের জায়গায় কোনো ক্লু তুমি খুঁজে পাওনি?'

'আজকাল অপরাধীরা খুবই চতুর হয়ে গেছে। খুনের জায়গায় হাতের ছাপ কিংবা সিগারেটের টুকরো ফেলে রেখে যায় না মিস মার্পল।'

'কিন্তু আমি মনে করি,' মন্তব্য করলেন তিনি, 'এটা একটা পুরনো ফ্যাশানের অপরাধ।'

তীক্ষ্ণস্বরে বলল স্ল্যাক, 'আপনি এর কি মানে করতে চাইলেন?'

'আমার মনে হয়,' ধীরে ধীরে বললেন মিস মার্পল, 'কনস্টেবল পক এ-ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। অপরাধ অনুষ্ঠানের জায়গায় তিনিই প্রথম গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।'

একটা ডেক চেয়ারে বসেছিলেন মিঃ স্পেনলো। খুবই বিহ্বল দেখাচ্ছিল তাঁকে। মিহি গলায় তিনি বলেন, 'কি যে ঘটেছিল, অবশ্যই আমি অনুমান করতে পারি। আমি কানে খুব একটা ভাল শুনতে পাই না। কিন্তু আমার পরিস্কার মনে আছে, একটা বাচ্চা ছেলেকে আমার নাম ধরে ডাকতে শুনেছি, 'ক্রিপেন কে?' তার সে কথায় আমার মনে তখন একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায়, ছেলেটি ধরে নিয়েছে, আমি, হ্যাঁ আমিই আমার প্রিয় স্ত্রীকে খুন করেছি।'

ধীর শান্ত গলায় বললেন মিস মার্পল, 'নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর এ-ধরণের একটা উপলব্ধির কথা বলতে চেয়েছিলেন।'

'কিন্তু ওই ছোট ছেলেটির মাথায় সম্ভাব্য কোন্ মানুষটি অমন একটা ধারণা ঢুকিয়েছে বলুন তো?'

কাশলেন মিস মার্পল। 'নিঃসন্দেহে বড়দের মতামত শুনেই তার অমন ধারণা হয়ে থাকবে।'

'আপনি, সত্যি আপনি কি মনে করেন, অন্য লোকেরাও সেরকম চিন্তা করে থাকে?'

'সেন্ট মেরীমিডের অর্ধেক লোকের ধারণা সেরকমই।'

'কিন্তু প্রিয় মহাশয়া, সম্ভাব্য কোন্ কারণে এমন একটা ধারণার উদয় হলো? আন্তরিক ভাবে স্ত্রীর সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম। হায়, আমি যতটা আশা করেছিলাম, এই কান্ট্রিতে বসবাস করবে সে, কিন্তু প্রতিটি বিষয়ে নিখুঁত বোঝাপড়ার একটা অসম্ভব ধারণা থাকবে তার

মধ্যে। আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, আমি তাকে হারানোর ব্যথা আমি অনুভব করি।'

'সম্ভবত তাই। কিন্তু আপনি যদি আমাকে বলার অনুমতি দেন তো বলি, আপনি যে রকম মনে করছেন আপনার কথা শুনে ঠিক সেরকমটি মনে হচ্ছে না।'

মিঃ স্পেনলো তাঁর রোগেটে চেহারাটা সোজা করে তুলে ধরলেন। 'প্রিয় মহাশয়া, অনেক, অনেক বছর আগে অনেক চীনা দার্শনিকের জীবনী পড়েছিলাম, তার মৃতা প্রিয়তমা স্ত্রীকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শান্ত ভাবে ক্রমাগত ঘণ্টা বাজিয়ে গিয়েছিল, সে এক অবসর বিনোদনের রেওয়াজ চীনাদের। আমার মনে হয় সেটাই স্বাভাবিক। তার সেই জীবন্তপূর্ণ সহিষ্ণুতায় শহরের লোকেরা খুবই প্রভাবিত হয়েছিল।'

'কিন্তু,' বললেন মিস মার্পল, 'সেন্ট মেরীমিডের লোকেদের প্রতিক্রিয়া ছিলে অন্যরকম। চীনা-দর্শন তাদের মনে কোনো রকম দাগ কাটতে পারেনি।'

'কিন্তু আপনি বুঝেছিলেন?'

মাথা নাড়লেন মিস মার্পল। 'আমার কাকা ছিলেন,' ব্যাখ্যা করলেন তিনি, 'অস্বাভাবিক আত্মসংযম প্রকৃতির মানুষ। তাঁর ভাবধারা ছিলো, "কখনো আবেগ প্রকাশ করবে না।" তাঁরও ফুল খুব প্রিয় ছিলো।'

'আমি ভাবছিলাম,' আগ্রহ প্রকাশের মতো করে বললেন মিঃ স্পেনলো, 'কটেজের পশ্চিম দিকে সম্ভবত গাছের লতাপাতার একটা আচ্ছাদন আছে। আকাশ ভরা গ্রহতারার মতো রাশি রাশি ফুলের সারি, এই মুহূর্তে সেই ফুলের নামটা আমার মনে পড়ছে না।'

ছিন বছরের নাতির সঙ্গে যে সুরে কথা বলেন মিস মার্পল, ঠিক সেই ভাবেই বললেন তিনি, 'এখানে আমার কাছে একটা সুন্দর ক্যাটালগ আছে, তাতে ছবিও আছে। সম্ভবত সেটা দেখতে আপনার ভাল লাগবে। এখন আমি চলি, আমাকে একটু গ্রামে যেতে হবে।'

হাতে ক্যাটালগ নিয়ে খুশির মেজাজে বসে রইলেন মিঃ স্পেনলো। এদিকে মিস মার্পল তাঁর ঘরে ঢুকে দ্রুত হাতে বাদামী রঙের কাগজে একটা পোশাক মুড়ে নিলেন। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে পোস্ট অফিস পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। পোস্ট অফিসের ওপরতলার একটা ঘরে ড্রেসমেকার মিস পোলিট থাকত।

কিন্তু তখনি ওপরতলায় উঠলেন না মিস মার্পল। তখন ঠিক আড়াইটে। এক মিনিট দেরী করে মাচ কেনহাম বাস পোস্ট অফিসের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। সেন্ট মেরীমিডে দিনের এ একটা ঘটনা। জনসাধারণের পার্সেল এবং পোস্ট অফিস সংলগ্ন তার নিজের দোকানের পার্সেল সঙ্গে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো পোস্টমিস্ট্রেস। পোস্ট অফিসের কাজ ছাড়াও পাশেই তার একটা দোকান আছে, মিষ্টি, সস্তা দামের বই, বাচ্চাদের খেলনার দোকান।

মিনিট চারেক পোস্ট অফিসে একা ছিলেন মিস মার্পল।

পোস্টমিস্ট্রেস ফিরে না আসা পর্যন্ত সেই ফাঁকে ওপরতলায় উঠে গিয়ে মিস পোলিটকে বললেন মিস মার্পল, তিনি তাঁর পুরনো ধূসর রঙের ক্রেপের ডিজাইন বদল করে হালফ্যাশানের ঢঙে বানাতে চান, অবশ্য যদি সম্ভব হয় তবেই। মিস পোলিট তাঁকে আশ্বস্ত করে বলে, সে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করবে।

মিস মার্পলের নাম তাঁর কানে তুলতেই অবাক হলেন চীফ কনস্টেবল। অনেক কৈফিয়ত

নিয়ে হাজির হলেন তিনি। 'আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আমি জানি, আপনি খুব ব্যস্ত। কিন্তু আমি আবার এও জানি, আপনি খুবই সজ্জন এবং দয়ালু। কর্ণেল মেলকেট, আমার মনে হলো, ইলপেট্টর স্ল্যাকের বদলে আপনি এলেই ভাল হয়। ব্যাপার কি জানেন, কনস্টবেল পককে ঘৃণা করি, তাতে কোনো কাজ দিয়ে অসুবিধেয় পড়তে চাই না আমি। হয়ত কথাটা খুব কঠিন শোনাবে, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার মনে হয়, আদৌ কোনো কিছু তার স্পর্শ করা উচিত নয়।'

মিস মার্পলের কথা শুনে একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন কর্ণেল মেলকেট। পক?' বললেন তিনি, 'সেন্ট মেরীমিডের কনস্টেবল, তাই না? তা সে এখন কি করছে সেখানে?'

'জানেন, একটা পিন সংগ্রহ করেছিল সে। সেটা তার পোশাকে দেখা গিয়েছিল। সেই সময় আমার মনে হয়ছিল, সম্ভবত মিসেস স্পেনলোর বাড়ি থেকে সেটা সংগ্রহ করে থাকবে।'

'খুব সম্ভবত তাই হবে। কিন্তু কি ধরণের সেই পিনটা বলুন তো? আসলে কি জানেন, মিসেস স্পেনলোর মৃতদেহ থেকে পিনটা সংগ্রহ করেছিল সে। গতকাল স্ল্যাকের কাছে এসে সেই ঘটনার কথা বলেছিল। আমার মনে হয়, আপনি কি এই ভাবেই চিহ্নিত করতে চাইছেন তাকে? তবে এ কথাও ঠিক যে, ও ভাবে কারোরই ঘটনাস্থলের কোনো জিনিষ স্পর্শ করা উচিত নয়। কিন্তু একটু আগে ওই যে জিজ্ঞেস করলাম, কি ধরণের পিন ছিল বলুন তো? সাধারণ পিন! মহিলারা ব্যবহার করে থাকে সেরকম কিছু?'

'ওহো না, না কর্ণেল মেলকেট, এখানেই ভুল করছেন আপনি, একজন পুরুষের চোখে সম্ভবত সেটা একটা অতি সাধারণ পিন হতে পারে, কিন্তু তা নয়। সেটা একটা বিশেষ ধরণের ছিল। যা আপনি বাক্সের জন্য কিনে থাকেন, যা বেশির ভাগ ড্রেসমেকাররা ব্যবহার করে থাকে।'

তাঁর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন মেলকেট। যেন উপলব্ধির একটা ক্ষীণ আলো দেখতে পেলেন তিনি। ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘন ঘন মাথা নাড়লেন মিস মার্পল।

'হাঁ, অবশ্যই। আমার কাছে সেটা খুবই সুস্পষ্ট বলে মনে হয়েছিল। তাঁর পরণে ছিলো কিমানো, কারণ তিনি তাঁর নতুন পোশাকের মাপ নেওয়ার ব্যাপারে কিছু বলে মিস পোলিট তখন। এবং তাঁর গলার ওপর মাপ নেওয়ার ফিতেটা লাগায়। এবং তখন কেবল একটা কাজই করতে হয়, মিসেস স্পেনলোর গলার ওপর সেটা আড়াআড়ি ভাবে রেখে টেনে দেওয়া শুনেছি, কাজটা খুবই সহজ। তারপর সে নিশ্চয়ই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা টেনে থাকবে। এবং দরজায় এমন ভাবে নক্ করতে থাকে, দেখে মনে হয়, যেন সেই মাত্র সে এসে পৌছেছিল সেখানে। কিন্তু দিনটা বলে দেয় যে, অনেক আগেই ঘরের ভেতরে গিয়েছিল সে।'

'আর স্পেনলোকে ফোন করেছিল কি এই মিস পোলিট?'

'হ্যাঁ, আড়াইটের সময় পোস্ট অফিস থেকে, ঠিক বাস যখন আসে, আর পোস্ট অফিস ফাঁকা হয়ে যায়।'

'কিন্তু কেন মিস মার্পল?' জানতে চাইলেন কর্ণেল মেলকেট। 'ঈশ্বরের দোহাই, বলুন কেন? এই খুন? মোটিভ না থাকলে কেউ কাউকে খুন করতে পারে না।'

'তা অবশ্য ঠিক, আর সেই উপলব্ধি থেকে বলছি, আপনি জানেন কর্ণেল মেলকেট, আমি শুনেছি, বহুদিন আগেই অপরাধের জন্ম হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে আমার দুই ভাইপোর কথা

মনে পড়ে যায়, অ্যান্টনি আর গর্ডন। অ্যান্টনি যা করে সব সময়েই ঠিক হয়ে থাকে। আর বেচারা গর্ডন ঠিক তার উল্টো। রেসের ঘোড়া যদি খোঁড়া হয়ে যায়, তখন স্টক কমে যায়, বিষয় সম্পত্তিতে ভাঁটা পড়ে যায়। ভায়ে ভায়ে বিবাদ শুরু হয় তখন। তেমনি এক্ষেত্রেও এক সময় এই দু'জন মহিলা কোনো ব্যাপারে একমত, হয়ে থাকবে।'

'কিসে?'

'একটা ডাকাতির কেসে। সে অনেকদিন আগেকার কথা। আমি যা শুনেছি, অত্যন্ত মূল্যবান পান্না চুরি হওয়ার কথা। মেয়েটি ছিলো পরিচারিকা, এবং বলতে গেলে তখন বালিকা। ভাল কথা, একটা কথা বলা হয়নি, কি ভাবে, কখন এই বালিকা বাগানের মালিকে বিয়ে করল, আর একটা ফুলের দোকান খোলার জন্য তাদের কাছে কি যথেষ্ট পরিমাণ টাকা ছিলো?' 'উত্তর হলো, টাকাটা সেই মেয়েটির, চুরির জিনিষ বিক্রী করে তার ভাগের টাকা। আমার মনে হয়, এটাই সঠিক ব্যাখ্যা। সে যা করেছিল সবই ভাল হয়েছিল। টাকায় টাকা হয়। কিন্তু অপর পরিচারিকাটি? বেচারী, অভাগা। তার পরবর্তী জীবিকা হলো, গ্রাম্য ড্রেসমেকার। তারপর আবার দেখা হয় তাদের দু'জনের। আমার ধারণা, মিঃ টেড জেরার্ড আসা না পর্যন্ত গোড়ায় সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল।'

'দেখুন, ইতিমধ্যেই বিবেকের তাড়নায় ভুগছিলেন মিসেস স্পেনলো। ভাবপ্রবণতায় ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি। নিঃসন্দেহে এই যুবকটি তাঁকে অপরাধ স্বীকার করতে বলে থাকবে, এবং পাপমুক্ত হয়ে নিজেকে সৎমানুষ হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়ে থাকবে। আর আমি জোর গলায় বলতে পারি, নিজেকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর জন্য তাই করেছিলেন তিনি। কিন্তু মিস পোলিট সেদিকটার কথা ভাবেনি। তার বিবেক তাকে পরামর্শ দেয়, অনেক বছর আগে ডাকাতি করার অপরাধে তার জেলে যাওয়া উচিত। তাই এ-সব বন্ধ করার জন্য মন স্থির করে ফেলে সে। জানেন, আমার আশঙ্কা, সব সময় অন্য মনোভাব নিয়ে কাজ করে সে। যদি সেই চমৎকার অথচ বোকা প্রকৃতির মিঃ স্পেনলোর ফাঁসি হতো, আমার বিশ্বাস হয় না অনুশোচনায় সে তার একগাছা চুলও ছিঁড়ত।'

'আপনার এই মতবাদ মিলিয়ে দেখতে পারি আমরা,' ধীরে ধীরে বললেন কর্ণেল মেলকেট। 'অ্যাবেরক্রম্বির বাড়িতে পরিচারিকা হিসেবে পোলিট মেয়েটির পরিচিতি, কিন্তু—'

তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন মিস মার্পল, 'সে তো খুবই সহজ কাজ হবে। সত্য প্রকাশ পেলে সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়তে বাধ্য সে, এরকমই মেয়ে সে। তারপর কি জানেন, তার জামার মাপ নেওয়ার ফিতেটা আমার কাছে আছে। গতকাল সেটা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে এরকমই মনে হয়েছে আমার। সে যখন জানতে পারবে, ফিতেটা হারিয়ে বসে আছে, এবং সেটা পুলিশের হাতে চলে যেতে পারে তখুনি বুঝবে, যে ভাবেই হোক খুনের কেসটা তার বিরুদ্ধে যাবে।'

কর্ণেল মেলকটের দিকে তাকিয়ে, উৎসাহব্যঞ্জক হাসি হাসলেন মিস মার্পল। 'আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। মেলকেটের মনে পড়ে যায়, স্যান্ডহার্স্টে একবার তাঁর প্রিয় কাকীমা ঠিক মিস মার্পলের মতো স্নেহের সুরে বলেছিলেন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করতে পারেন না তিনি। আর সত্যিই তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

অনুবাদ ঃ সৌরেন দত্ত